দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

তিন কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কলেজের এক অধ্যক্ষসহ চারজনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এঁরা হলেন রাজশাহীর পুটিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজুর রহমান মণ্ডল, ঢাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর খন্দকার সানাউল হক, ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রশাসন শাখার অফিস সহকারী মোস্তাফিজুর রহমান। ইতিমধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অবৈধভাবে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ

দুদক সূত্র জানায়, ঢাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ার ইন্সপেক্টর খন্দকার সানাউল হকের বিরুদ্ধে গার্মেন্টসের ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন ও নতুনভাবে লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে মালিকদের কাছ থেকে অর্থ দাবি করা এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। সম্প্রতি এ অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক সেলিনা আখতারকে এ অভিযোগ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা এবং পরিচালক (অনু. ও তদন্ত-১) মো. আবু তোরাবকে এর তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে এল এ কেসের ক্ষতিপূরণের দুই লাখ ২৪ হাজার ৯৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। যেখানে দুদকের উপ-পরিচালক আবদুছ ছাত্তার সরকারকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও পরিচালক (অনু. ও তদন্ত-১) মো. আবু তোরাবকে তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে দুদক সূত্রে জানা যায়।

সূত্র আরো জানায়, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রশাসন শাখার অফিস সহকারী মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্য, শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির তদবির, ২০ শতাংশে কমিশনের মাধ্যমে ভুয়া নিবন্ধন করাসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

এসব অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আলতাফ হোসেনকে এবং উপ-পরিচালক বেনজীর আহম্মদকে তদারকি কর্মকর্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া রাজশাহীর পুটিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে এমপিওভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এ জন্য দুদকের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালককে অনুসন্ধান পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।